প্রথম আলো

তারিখ 02 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

অর্থমন্ত্রীকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পরামর্শ কৈলাসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শান্তিতে নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

সচিবালয়ে গত রোববার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য বৈঠককালে অর্থমন্ত্রীকে এ পরামর্শ দেন ভারতের শিশু অধিকার আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী কৈলাস সত্যার্থী। এ সময় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী উপস্থিত ছিলেন।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী

বৈঠক শেষে কৈলাস সত্যার্থী সাংবাদিকদের বলেন, ভবিষ্যতের সুন্দর বাংলাদেশের জন্যই শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। শিক্ষা খাতে আজ এক ডলার ব্যয় করলে ২০ বছর পর তার ১৫ গুণ ফল (রিটার্ন) পাওয়া যায়।

কৈলাস বলেন, বাজেটে শিক্ষা খাতে ভালো বরাদ্দ দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়।

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কথা হয়েছে জানিয়ে কৈলাস আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অতিদারিদ্র্য হ্রাস, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো করছে।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ২৯ হাজার ২২৫ কোটি টাকা; যা বাজেটের ১১ দশমিক ৭ শতাংশ ও জিডিপির ২ দশমিক ২ শতাংশের সমান। শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দ থেকে ১৯ হাজার কোটি টাকাই চলে যায় অনুন্নয়ন খাতে অর্থাৎ শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ। আর উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ মাত্র ৯ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা।

শিক্ষা খাতে বরাদ্দের আন্তর্জাতিক মান হলো জিডিপির ৭ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের ২০-২৫ শতাংশ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে জিডিপির ৪ শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে।

জানা গেছে, আগামী অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকছে জিডিপির ২ দশমিক ৩ শতাংশের মধ্যেই।

জিডিপির অনুপাত হিসাবে প্রতিবেশী দেশগুলোর বাজেটে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের চেয়ে বরাদ্দ বেশি। যেমন এই খাতে ভারতের বাজেটীয় বরাদ্দ জিডিপির ৩ দশমিক ৭ শতাংশ, নেপালে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ ও পাকিস্তানে ২ দশমিক ৯ শতাংশ।